দৈনিক বাংলা

16 NOV 1996
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২
76

দেশের ৬টি কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ৪ মাস বেতন পাচ্ছেন না

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বরিশাল।– দেশের ৬টি ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনীয়ারিং এন্ড টেকনোলজির ১৩৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী গত ৪ মাস পর্যন্ত কোনো বেতন–ভাতা পাচ্ছেন না।

১৯৮০ সালে ছাত্রছাত্রীদের দাবীর প্রেক্ষিতে দেশে ডিপ্লোমার বিকল্প হিসেবে ৬টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটে ২ বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তন করা হয়।

কিন্তু ১৯৯৩–৯৪ শিক্ষাবর্ষে উক্ত ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয় এবং ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনীয়ারিং এন্ড টেকনোলজি নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। এ প্রকল্পের মেয়াদকাল ছিল ১৯৯৪ সালের জুলাই মাস থেকে ১৯৯৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত। গত বছর মে মাসে প্রশাসন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলি নতুন বেশ কিছুসংখ্যক জনবল নিয়োগ করে।

তারপর, থেকে বরিশাল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটসহ দেশের সকল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটে ছাত্রছাত্রীর ভিড় বেড়ে যায়। কিন্তু চলতি সালে জুন মাসে পূর্ব ঘোষণা অনুসারে ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনীয়ারিং এন্ড টেকনোলজি প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। নির্ধারিত সময়-সীমা সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্পে নিয়োজিত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজ পূর্বানুরূপ চালিয়ে যাবার নির্দেশ প্রদান করা হয়। নির্দেশ অনুসারে কাজ যথানিয়মে চালিয়ে যাওয়া হলেও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা–কর্মচারীদের গত ৪ মাস ধরে সমস্ত বেতন ও ভাতা প্রদান বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

জানা গেছে, বর্তমানে প্রকল্পটিকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের কার্যক্রম নেয়ার টালবাহানা শুরু হয়েছে। উক্ত বিষয়টি নিতান্তই অনিশ্চিত বিধায় বর্তমানে প্রকল্পে নিয়োজিত উচ্চ ডিগ্রীধারী বস্ত্র প্রযুক্তিবিদগণ অধিক বেতনে অন্যত্র চলে যেতে শুরু করেছেন বলে জানা গেছে। আর এ কারণে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণ চরমভাবে ব্যবহৃত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এ প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, দেশের বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য ডিপ্লোমা টেক্সটাইল প্রযুক্তিবিদের সংকট বর্তমানে চরমে। এমন কি স্নাতক টেক্সটাইল প্রযুক্তিবিদের সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। দেশে বর্তমানে মাত্র ১ হাজার ২ শ' ডিপ্লোমা টেক্সটাইল প্রযুক্তিবিদ ও ৭১২ জন স্নাতক টেক্সটাইল প্রযুক্তিবিদ রয়েছেন।

প্রকাশ, দেশের বিকাশমান বস্ত্র শিল্পের জন্য বর্তমানে ৪৬ হাজার ৫শ' ডিপ্লোমা টেক্সটাইল প্রযুক্তিবিদ প্রয়োজন। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত দেশে এ ধরনের ১টি মাত্র ইনস্টিটিউট ছিল। কিন্তু গত ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে সরকার সেখানে দেশে ৬টি ডিপ্লোমা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট চালু করে। এগুলো হচ্ছে চট্টগ্রাম, বরিশাল, বেগমগঞ্জ, টাঙ্গাইল, পাবনা ও দিনাজপুরে। পরবর্তীতে ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনীয়ারিং এন্ড টেকনোলজি শীর্ষক প্রকল্পের বিপরীতে উন্নয়ন খাতে ১৩৯টি পদ সৃষ্টি করা হয়। এর মধ্যে ৮৫টি গেজেটেড ও ৫৪টি ননগেজেটেড পদ। বর্তমানে উক্ত পদের কর্মকর্তা–কর্মচারীরা সমস্ত বেতন–ভাতা থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত বিবেচনা করে দেশের বস্ত্র শিল্পের বিকাশের স্বার্থে প্রকল্পটি রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হলে একদিকে কর্মকর্তা–কর্মচারিগণ যেমন আর্থিক সংকট থেকে মুক্তি লাভ করতেন তেমনি দেশের বস্ত্রশিল্প বিকাশেও তারা যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হতো বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা।

এদিকে গত রবিবার এব্যাপারে সন্ধ্যায় স্থানীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ টেক্সটাইল শিক্ষক সমিতির বরিশাল আঞ্চলিক শাখার সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানকে অবিলম্বে রাজস্ব বিভাগে স্থানান্তরের দাবী করেন। অন্যথায় সংগঠন আগামী ৩০ নবেম্বরের পর থেকে নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করবে বলে হুশিয়ারি প্রদান করেন। তার সঙ্গে সংগঠনের অন্যান্য কর্মকর্তা–কর্মচারীরাও উপস্থিত ছিলেন।